জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০৩তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি।
সভার তারিখ ও সময়	:	১৫ মার্চ ২০২১, সকাল ১১.০০ টা।
সভার স্থান	:	০১ (এক) নং সম্মেলন কক্ষ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতির তালিকা	:	"পরিশিষ্ট-ক" দ্রষ্টব্য (সরাসরি)।

সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। জনাব মুহাম্মদ এমদাদুল হক পিএইচডি, পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য সূচী অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১: জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০২তম ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর ১০২তম ভার্চুয়াল সভা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি: রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ টায় ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ০১ নং সম্মেলন কক্ষে Zoom Cloud Meeting Platform এ (সরাসরি ও ভার্চুয়াল) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র ২৫ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি: তারিখের ১২.০৪.০০০০.০১০.০৭.০০১.২০.৪৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বিষয় ৩ এ বর্ণিত ছকে প্রতিষ্ঠানের নামের স্থানে জাতের নাম ও জাতের নামের স্থানে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখা এবং আলোচ্য বিষয় ৮ এ বোরো ২০২১-২১ মৌসুমের পরিবর্তে বোরো ২০২০-২১ মৌসুম লিখার বিষয়ে আলোচনা শেষে কার্যবিবরণী সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত : জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির কার্যবিবরণীর সংশোধনী গ্রহনপূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০২তম সভার কার্যবিবরণীটি গ্রহণ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ২: ২০২১-২২ খরিপ-১ মৌসুমে আউশের হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

২০২১-২২ খরিপ-১ মৌসুমে ০৫ (পাঁচ)টি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হাইব্রিড ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য মোট ০৫টি আউশের হাইব্রিড জাতের বীজ জমা প্রদান করেছেন যা নিম্নবর্ণিত ছকে প্রদর্শন করা হলো:

১ম বর্ষ-মোট ১ টি:

Sl. No	Seed Institute/Company	Variety Name	Source Country	Remarks
1.	BRAC	BRAC Hybrid dhan20 (BHR085)	Bangladesh	1st Year

২য় বর্ষ-মোট ০৪ টি:

Sl. No	Seed Institute/Company	Variety Name	Source Country	Remarks
1	ACI Limited	ACI Hybrid dhan14 (Qyou6)	China	2nd Year
2	ACI Limited	ACI Hybrid dhan15 (AH3)	Bangladesh	2nd Year
3	Mahyco Bangladesh (Pvt.) Ltd.	Mahyco Hybrid dhan7 (RX EL-35)	India	2nd Year
4	TSI Agro Solution Ltd.	BS831H	Indonesia	2nd Year

উক্ত ০৫ (পাঁচ)টি আউশের হাইব্রিড জাতের সাথে **১টি** চেক জাতসহ ১টি সেটে ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়নের জন্য গোপনীয় কোড প্রদান করে প্রেরণ করা হয়। ১টি সেটে (কোড নং H-1501 থেকে H-1506) মোট ৬টি লাইন বিভিন্ন অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ট্রায়াল বাস্তবায়নের ফলাফল কোড ভিত্তিক তৈরী পূর্বক পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবরে প্রেরণ করেন। জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ১০৩তম সভায় উল্লিখিত হাইব্রিড জাতসমূহের কোড উন্মুক্ত করা হয় এবং উক্ত মাঠ মূল্যায়নের কোড ভিত্তিক ফলাফল Computerised Mean Performance এর ভিত্তিতে Compilation পূর্বক পর্যালোচনার জন্য অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয় বর্ষে ট্রায়ালকৃত ৪টি আউশের হাইব্রিড জাতের ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৩টি জাত ৩টি স্থানে অনস্টেশন ও অনফার্মে চেক জাত হিসেবে ব্যবহৃত ব্রি ধান৪৮ হতে **২০%** হেটোরোসিস বেশী হওয়ায় অঞ্চল ভিত্তিক আউশ চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধ প্রদানের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

ক্রম	নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত নাম এবং জাতটির উৎস	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ও জীবনকাল	চেকজাত ব্রি ধান৪৮ এর ফলন ও জীবনকাল	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	ট্রায়ালে পাশকৃত অঞ্চলের			নিবন্ধনের জন্য সুপারিশকৃত অঞ্চল
						নাম	অনস্টেশন হেটোরোসিস %	অনফার্ম হেটোরোসিস %	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	**এসিআই হাইব্রিড ধান১৪** (Qyou6) **উৎস** : চীন	**এসিআই লিমিটেড**	**ফলন** ৬.১৩ **মে.টন/হে: জীবনকাল ১২১ দিন**	**ফলন** ৪.৪১ **মে.টন/হে: জীবনকাল ১১১ দিন**	**ধানের** দানা মোটা	চট্টগ্রাম	৩৩.৬১	৩৪.৪৯	চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর
						খুলনা	৪৪.১৫	৩৪.৬৪	
						রংপুর	২৭.৮০	৪১.২৫	
২	**এসিআই হাইব্রিড ধান১৫** (AH3) **উৎস : এসিআই এর নিজস্ব উদ্ভাবিত**	**এসিআই লিমিটেড**	**ফলন** ৬.০৬ **মে.টন/হে: জীবনকাল ১২০দিন**	**ফলন** ৪.৪১ **মে.টন/হে: জীবনকাল ১১১দিন**	**ধানের** দানা **লম্বা চিকন**	চট্টগ্রাম	৩১.৩৩	৩২.১৯	চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর
						খুলনা	৪৫.৩৫	৩৪.৬৩	
						রংপুর	২৭.৬৯	৩৪.৪১	
৩	**মাহিকো হাইব্রিড ধান৭** (RXEL-35) **উৎস** : ভারত	**মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড**	**ফলন** ৫.৯৫ **মে.টন/হে: জীবনকাল ১২১দিন**	**ফলন** ৪.৪১ **মে.টন/হে: জীবনকাল ১১১দিন**	**ধানের** দানা **চিকন**	চট্টগ্রাম	২৪.৭৫	৩০.৩৬	চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর
						খুলনা	৪১.৯৯	২৯.৭৬	
						রংপুর	২৭.৫৬	৩৬.০৯	

সিদ্ধান্ত: ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ আউশ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত ৪টি হাইব্রিড জাতের ১ম ও ২য় বর্ষের ফলাফলের ভিত্তিতে চেক জাত (ব্রি ধান৪৮) এর চেয়ে ২০% হেটোরোসিস বেশী হওয়ায় ৩টি জাত (১) এসিআই হাইব্রিড ধান১৪ : ACI Hybrid dhan14 (Qyou6) (২) এসিআই হাইব্রিড ধান১৫ : ACI Hybrid dhan15 (AH3) (৩) মাহিকো হাইব্রিড ধান৭ : Mahyco Hybrid dhan7 (RX EL-35) আউশ মৌসুমে অঞ্চল ভিত্তিক চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবর সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৩: পাটের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির খসড়া গাইডলাইন প্রণয়ন উপ-কমিটির ৩য় সভা আয়োজন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

কৃষিবিদ ড. নার্গীস আক্তার, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই, ঢাকা বলেন, পাটের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতির খসড়া গাইডলাইন প্রনয়নের নিমিত্তে গঠিত উপকমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে এ পর্যন্ত ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপকমিটির সকল সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রাথমিক খসড়া গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে যা জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে আরো বিশদ আলোচনার জন্য আরো একটি সভা করার প্রস্তাব করায় কমিটির সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত : পাটের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণের খসড়া পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ বিষয়ে উপ-কমিটি আরো একটি সভার আয়োজন করে পাটের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি পুর্ণাঙ্গ খসড়া নীতিমালা তৈরীপূর্বক যথাসম্ভব দ্রুত সময়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি বরাবরে উপস্থাপন করবেন।

আলোচ্য বিষয় ৪: গুরুত্বপূর্ণ ফসলসমূহ নোটিফাইড ফসলের অন্তর্ভুক্তিকরণ

একটি ফসলকে নোটিফাইড ফসল রুপে পরিণত করার উদ্দেশ্য হলো সেই ফসলকে Law Enforcement এর আওতায় আনা এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিয়ন্ত্রনাধীনে নিয়ে আসা এবং DUS Test করা যাতে Sampling এবং Analysis এর মাধ্যমে বীজের মান যাচাই করা যায়। ফসলকে নোটিফাইড করার মাধ্যমে সেই ফসলের প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ফসলকে নোটিফাইড করা হচ্ছে পূর্বশর্ত। এতে কৃষক লাভবান হবে কারণ তারা নিশ্চিত মানের বীজ পাবে। নোটিফাইড ফসলের বীজকে Minimum Specific Standard অনুসরন করে Labelling এবং Packing করতে হয়। এতে উন্নত জাতের মানসম্মত বীজ কৃষকের কাছে পৌছানো যাবে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমানে নোটিফাইড ফসলের আওতা বাড়ানো প্রয়োজন। সভায় ভূট্টা ও সরিষা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এ প্রেক্ষিতে জনাব মো: শাহজাহান আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি সরিষা বা ভূট্টাকে নোটিফাইড করা যায় কিনা এ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, সরিষা বা ভূট্টাকে এ মুহূর্তে নোটিফাইড না করাই সমীচীন হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত : সার্বিক দিক বিবেচনায় এ মুহূর্তে নোটিফাইড ফসলের পরিধি না বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয় ৫: বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্ম/ট্রায়াল জমির পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বিভিন্ন নোটিফাইড ফসলের প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্টের ট্রায়াল প্লট বাস্তবায়নের জন্য মোট জমি রয়েছে ৯ একর, যার মধ্যে প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্টের জন্য আমন ও বোরো ধান, আউশ ধান ও গম এবং পাট ও আলুর জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৫.৬ একর, ২.৮৪ একর এবং ০.৪৫ একর। প্রতি মৌসুমে প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্টের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে পরিমাণ বীজ নমুনা আসে তার এক চতুর্থাংশ ট্রায়াল প্লট স্থাপন করা সম্ভব হয়। ২০২১-২২ মৌসুমে প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্টের জন্য আউশ ধান, পাট, আমন ধান, বোরো ধান, গম এবং আলুর প্রাপ্ত বীজ লটের পরিমাণ যথাক্রমে ১৪৮, ৭১, ১২৮৪, ২১৮৯, ২৪৪ ও ৫৭৬ টি; এর মধ্যে ট্রায়াল প্লট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে ১৪৮ ,৭১ ,৬১০, ৬১০, ২৪৪ এবং ৫৬৯টি। বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সরকারি বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন জাত নিয়ে কাজ করছেন। এসব জাত ছাড়করনের জন্য ট্রায়ালের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর যে পরিমাণ জমি আছে, তা দিয়ে চাহিদা মাফিক ট্রায়ালপ্লট বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। আলোচনায় নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও সভাপতি, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি বলেন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্ম/ট্রায়াল জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে কমিটির সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত : বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্ম/ট্রায়াল জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করার বিষয়ে এসসিএ কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয় ৬ বিবিধ:

নোটিফাইড ফসল পাটের জাত ছাড়করণের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে বিএডিসি কর্তৃক পাট বীজ বাজারজাতকরণ প্রসংগে:

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিএডিসি পাট১ নামে তোষা পাটের একটি জাতের বীজ মোড়কে বাজার জাত করেছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণের জন্য ডিইউএস টেস্ট ও Multilocation ট্রায়াল করে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনার জন্য উত্থাপন করে এবং কারিগরি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ডে নতুন জাত অনুমোদিত হয়। কিন্তু বিএডিসি পাট১ নামে কোন তোষা পাটের জাতের ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেনি এবং জাত হিসেবে বিএডিসি পাট১ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এ প্রেক্ষিতে ড. মো: আজীজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন, পাট এর জাত ছাড়করণে সঠিক পদ্ধতি ও নিয়ম অনুসরণ করতে হবে, বিএডিসি এককভাবে নামকরণ করতে পারে না। ২০১৮ এর বীজ আইন মোতাবেক নোটিফাইট ফসলের জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি কর্তৃক মাঠ মূল্যায়ন এবং Multilocation ট্রায়ালের ভিত্তিতে কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নোটিফাইট ফসলের জাত ছাড়করণ এবং নোটিফিকেন করতে হবে এ মর্মে জনাব শাহজাহান আলী সভাকে অবহিত করেছেন। ড. নার্গীস আক্তার, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই বলেন, বিএডিসিকে তাঁদের নিজস্ব জাত ছাড়করণ করতে হলে নিয়ম ও সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এসসিএ এর সহায়তায় ডিইউএস টেস্ট ও Multilocation ট্রায়াল সম্পন্ন করে জাত ছাড়করণ করতে হবে। এ বিষয়ে ড. নাসরীন আক্তার আইভী, প্রফেসর, জিপিবি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, বিএডিসিকে নতুন জাত ছাড়করণ করতে হলে কারিগরি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ও জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের সাপেক্ষে করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: বীজ আইন ও বীজ বিধি অনুসরণ পূর্বক বিএডিসি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির মাধ্যমে উল্লেখিত পাটের জাতটি কারিগরি কমিটি কর্তৃক মাঠ মূল্যায়ন **সম্পন্ন** করার পর কারিগরি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ও জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে বিএডিসি পাট১ নামটি ব্যবহার করতে পারবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫/০৩/2022

ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট
ও
সভাপতি
জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি।